যুগান্তর

তারিখ ... 07 JUN 2016 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবির হলগুলোর গণরুম যেন উদ্বাস্তু শিবির

সাইফুল ইসলাম খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গণরুম থেকে প্রতিমঞ্চ টিমের কাছে ফোন আসছিল বহুদিন ধরেই। শিক্ষার্থীদের করা অভিযোগের সূত্র ধরে প্রতিমঞ্চ টিম সরেজমিন ঘুরেছে আবাসিক হলগুলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মেধাবীদের বড় একটি অংশ রাজধানীর বাইরে থেকে আগত। মফস্বল শহর থেকে ঢাকায় থাকার মতো কোনো সুযোগ করতে না পেরে বাধ্য হয়েই ঠাঁই নিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য বিষয় মনোনয়ন দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে হল বরাদ্ধ দিলেও হলে আসন দিতে পারে না। ছেলেদের বিজয় একাত্তর হল ছাড়া বাকি হলগুলোতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষের আগে হলে আসন পাওয়া যায় না। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বাড়তি খরচ গোনার ভয়ে অবস্থান নিতে হয় রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের অধীনে থাকা গণরুমগুলোতে। প্রতিটি হলেই এমন কিছু রুম রয়েছে যেখানে মূলত প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা ঢালাও বিছানা করে থাকে। যেসব রুমে বৈধ ৮ জন শিক্ষার্থী থাকতে পারে অর্থাৎ বেডপ্রতি দু'জন হিসেবে চারটি বেড পরতে পারে এমন একেকটি রুমে ৩০ থেকে ৪০ জনকে গাদাগাদি করে থাকতে হয় এসব গণরুমে। স্যার এ এফ রহমান হলে ৪টি, হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলে ১০টি, মাস্টার দা সূর্যসেন হলে ৬টি, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ৬টি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ২টি, জগন্নাথ হলে ৩টি, পল্লী কবি জসীমউদ্দীন হলে ৫টি এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৫টি গণরুম আছে।

কোনো কোনো হলে আবার গণরুমও জোটে না। ফলে থাকতে হয় হলের বারান্দা, ছাদ, মসজিদ, গেমসরুম, টিভি রুম এমনকি খেলার মাঠেও। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ছাত্রদের ঘুমাতে হয় হলের বারান্দা ও ছাদে। খোলা আকাশের নিচে ঘুমাতে গিয়ে হঠাৎ ঝড়ো বৃষ্টিতে রাতে ঘুমের পরিবর্তে বৃষ্টির জলে নিজেদের চোখের নোনা পানি আড়াল করতে হয় শিক্ষার্থীদের। মশার কামড়ে প্রায়ই ডেঙ্গু জ্বরে ভূগতে হয় এ হলের শিক্ষার্থীদের। হলের বারান্দায় থাকা শিক্ষার্থীরা এ জন্য বারান্দাকে নাম দিয়েছে ডেঙ্গু ব্লক।

অসাম্প্রদায়িক হল হিসেবে খ্যাত ঢাবির বিজয় একাত্তর হলে বিগত দিনে কোনো গণরুম না থাকলেও এ বছর থেকে হলটির গেস্ট রুম গণরুমে পরিণত হয়েছে। হলটিতে অ্যাটাস্ট হওয়া প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মাজহারুল ইসলাম হতাশা প্রকাশ করে বলেন, আমাদের একাত্তর হলে মাত্র ৮০ জন ছাত্রকে আসন দেয়া হয়েছে অথচ অ্যাটাস্ট দেয়া হয়েছে প্রায় ৪০০ জন কে! আমরা মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান আমাদের তো থাকার জায়গা নেই। ফলে একরকম নিরুপায় হয়েই আমাদের হলের গেস্ট রুমে থাকতে হচ্ছে। গরমে মাথার ওপর একটি ফ্যান পর্যন্ত নেই!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হলের একটি গণরুমের অবস্থা

স্যার এএফ রহমান হলে থাকা চারটি গণরুমের শিক্ষার্থীদের ঘুমাতে হয় এক পাশ হয়ে বা কাত হয়ে। গণরুমের ভাষায় যাকে বলা হয় ইলিশ ফালি। রুমগুলোতে পর্যাপ্ত ফ্যান নেই, সঙ্গে ছারপোকা আর মশার যন্ত্রণা নিত্য সঙ্গী। এ জন্য শিক্ষার্থীদের অনেকেই মসজিদে ঘুমিয়ে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ছোট হল হিসেবে পরিচিত এ ছাত্রাবাসে নেই শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত অধ্যায়নের সুযোগও। ছোট রিডিং রুমটিতে সন্ধ্যার আগে জায়গা দখল না করলে পাওয়া যায় না পড়ার সুযোগ।

সূর্যসেন হল, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ও জগন্নাথ হলসহ প্রায় প্রতিটি হলের গণরুমের নিত্যকার গণসাথী ছারপোকা, মশা, ফ্যান স্বল্পতা, ভ্যাপসা গরম, রাতে ঘুমানোর জায়গা স্বল্পতা, নিম্নমানের খাবার। গণরুমে জ্বর এবং বসন্ত রোগ যেন সবার পরিচিত। আর ছোঁয়াচে কোনো রোগে একজন আক্রান্ত হলে তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যদের মাঝে।

মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ সোহেল রানা জানান, গণরুমের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও ক্যান্টিনের নিম্ন মানের খাবারের কারণে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা আশা ভঙ্গের হতাশায় ভোগে। শিক্ষার্থীরা চাইলে মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ নিতে পারে, তাদের জন্য আছে মনসিক সাপোর্ট সেন্টার। গণরুমের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করার পরামর্শ দেন তিনি।

কিন্তু ক্যান্টিনের খাবার পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসম্মত নয়, খাবারের তালিকায় নেই ভিন্নতা। প্রতি সপ্তাহে প্রায় একই খাবার পরিবেশন করা হয়। হল ক্যান্টিনগুলোতে এসব খাবারের জন্য ৩০ টাকা থেকে তরকারি ভেদে ৪৫ টাকা পর্যন্ত মূল্য প্রদান করতে হয়।

গণরুমের প্রতিটি ছাত্রকে কোনো না কোনো রাজনৈতিক গ্রুপের অধীনে থাকতে হয়। দিনের বেলা সেই অধীনস্থ গ্রুপের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে হয়। আর রাতে উপস্থিত থাকতে হয় গেস্ট রুমে। মূলত নির্দিষ্ট একটি সময়ে গণরুমের সব সদস্যকে ওই রুমে উপস্থিত থাকতে হয়। সেখানে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে কীভাবে থাকতে হবে, ক্যাম্পাসের ও হলের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কীভাবে সক্রিয় হওয়া যায় এসব বিষয় শিখিয়ে থাকে। ছাত্রদের অনেকেই শুধু একটি সিট প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দিনের পর দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকেন। ■